৬৬৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR. 22. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬......

## সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রশ্নে

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর গত বছরের মার্চ মাসে দেশের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল। সে মোতাবেক একই বছরের ২৭ জুন ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এখন মৌখিক পরীক্ষা চলছে এবং তা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এরপর শিক্ষক নিয়োগে চূড়ান্ত টেবুলেশন হবে। আমি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের একজন প্রার্থী। মৌখিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে ঢাকার শিক্ষাভবনে সম্ভাব্য শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত কথাবার্তা শুনে আমার মন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, এসব শুধু কথার কথা। কারণ, মামা-কাকার তদ্বিরের জোরে অযোগ্য প্রার্থীরা শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় নিয়োগ পাবে তা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাছাড়া, এখানে বিভিন্ন কোটায় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটাই বা কতটা যুক্তিযুক্ত? আমি মনে করি একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা কোটা ছাড়া আর কোন কোটা এখানে রাখা সমীচীন নয়। সরকারী হাইস্কুলের শিক্ষকদের চাকরি বেতন স্কেলের দিক দিয়ে ২য় শ্রেণীর বলে বিবেচিত। অথচ এখানে কোটা প্রথায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর চাকরি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরকারী কোটা নীতি অনুসরণ করে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি। তাই আমার মনে হয়, বিভিন্ন কোটার মারপ্যাচে পড়ে প্রকৃত মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীরা এখানে সুযোগ পাবে না। অথচ, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁরাই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ডি. জি মহোদয়ের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

*এম, এম, কামাল*
সদর রোড, ভোলা
পোস্টকোড-৮৩০০।